বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস, ৭ এপ্রিল ২০১৯

সমতা ও সংহতি নির্ভর সর্বজনীন প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা

Universal Health Coverage (UHC) for Primary Health Care (PHC) with a focus on equity and solidarity

৭ এপ্রিল বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী। সারা বিশ্বে প্রতি বছর যথাযোগ্য মর্যাদায় বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে এ দিবসটি উদযাপন করা হয়। সংস্থার সদস্যভুক্ত দেশসমূহের সর্বজনীন স্বাস্থ্য সমস্যা সমাধানে ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টা জোরদার করার প্রয়াসে দিবসটি উপলক্ষে একটি প্রতিপাদ্য নির্বাচন করা হয়। বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবসের এবারের প্রতিপাদ্য- 'Universal Health Coverage (UHC) for Primary Health Care (PHC) with a focus on equity and solidarity' - **'সমতা ও সংহতি নির্ভর সর্বজনীন প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা'**। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে এ বছরের প্রতিপাদ্য খুবই সময়োপযোগী ও গুরুত্ববহ। এ প্রতিপাদ্যের আলোকে জাতিসংঘের অন্যান্য সদস্য রাষ্ট্রের সাথে বাংলাদেশও দিবসটি পালন করছে।

এ বছর বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবসে নীতি নির্ধারক, পেশাজীবী, স্বাস্থ্য কর্মীসহ স্বাস্থ্যসেবার প্রতিটি স্তরের সংশ্লিষ্টদের পারস্পরিক সংহতির প্রতি সর্বাধিক গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। **'স্বাস্থ্য অধিকার– মানবাধিকার'**– এ বিষয়টি বিবেচনায় রেখে এবারের স্বাস্থ্য দিবস উদ্‌যাপন করা হচ্ছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস ২০১৯ এর উদ্দেশ্যের মধ্যে রয়েছে - যাঁরা স্বাস্থ্য সুবিধা থেকে বঞ্চিত তাদের সর্বজনীন স্বাস্থ্য সুরক্ষা সম্পর্কে জানানো এবং সর্বজনীন স্বাস্থ্য সুরক্ষার লক্ষ্য অর্জনে তাদের করণীয় নির্ধারণ করা; যাঁরা স্বাস্থ্য সুবিধা পাচ্ছেন তাঁদের মাধ্যমে স্বাস্থ্য সুবিধা বঞ্চিতদের সাশ্রয়ী মূল্যে মানসম্মত প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা পেতে সংশ্লিষ্টদের কাছে সুপারিশ করা; স্বাস্থ্য কর্মীদের মাধ্যমে রোগীদের চাহিদা অনুসারে বরাদ্দ প্রদানে নীতি নির্ধারকদের কাছে সুপারিশ করা এবং রোগী ও রোগীর পরিবারের সদস্যদের স্বাস্থ্য সচেতন হওয়ায় সহায়তা করা; নীতি নির্ধারকদের সর্বজনীন স্বাস্থ্য সুরক্ষা অর্জনের পথে প্রতিবন্ধকতা দূর করার প্রতিশ্রুতি প্রদান করা এবং তাঁদের স্বাস্থ্য উপাত্ত সংগ্রহ পদ্ধতি উন্নত করার প্রতিশ্রুতি প্রদান করা।

বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস ২০১৯ এ প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবার প্রতি সর্বাধিক গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। কারণ উন্নত প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবাই হলো সর্বজনীন স্বাস্থ্য সুরক্ষার মূল ভিত্তি। স্বাস্থ্য অধিকার– মানবাধিকার সর্বজনীন স্বাস্থ্য সুরক্ষা অর্জনের মাধ্যমে এ অধিকার প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব যেখানে বলা হয়েছে, সমাজের সকল শ্রেণীর মানুষ তার প্রয়োজন অনুসারে যে কোন অবস্থায়, যে কোন স্থানে বসে আর্থিক ঝুঁকি ছাড়া মানসম্মত স্বাস্থ্যসেবা পাবেন।

পৃথিবীর প্রায় অর্ধেক জনগোষ্ঠী এখনও প্রয়োজন অনুযায়ী স্বাস্থ্যসেবা পাচ্ছে না। অন্যদিকে পৃথিবীতে বছরে প্রায় ১০ কোটি মানুষ স্বাস্থ্যসেবার খরচ নিজেদের পকেট থেকে বহন করতে গিয়ে অতি দরিদ্র হয়ে যাচ্ছে। যে জনগোষ্ঠী স্বাস্থ্যসেবার খরচ মেটাতে অতি দরিদ্র হয়ে যাচ্ছে তাঁদের সঠিক চিত্র জানার জন্য তাঁদের জেন্ডার, বয়স, ভৌগলিক অবস্থান, শিক্ষা ও অন্যান্য বিষয় যা স্বাস্থ্যসেবা পাওয়ার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে সে বিষয়ে জানা প্রয়োজন। কোথায় কখন কোন ধরণের স্বাস্থ্যসেবা পাওয়া যাবে তার তথ্য প্রত্যেকের জানার সুবিধা থাকা প্রয়োজন। কারণ উপকারভোগীদের সহজগম্যতার উপর নির্ভর করে প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবার সর্বজনীনতা।

স্বাস্থ্যসেবা নিরাপদ না হলে বা নিম্নমানের হলে তা উপকারের চেয়ে ক্ষতিই বেশী করে এবং এ কারণেই প্রতি বছর সারা বিশ্বে হাজার কোটি টাকার আর্থিক ক্ষতি হচ্ছে। আমাদের অবশ্যই স্বাস্থ্যসেবার মান ও নিরাপদ স্বাস্থ্যসেবার উন্নয়নের জন্য আরো কাজ করতে হবে। স্বাস্থ্য ব্যবস্থার প্রথম স্তর হলো প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা, যেখান থেকে প্রতিটি মানুষ তাদের নাগালের মধ্যে প্রতিরোধ ও প্রতিকার থেকে শুরু করে চিকিৎসা সেবা, পুনর্বাসন এবং উপশম সেবা পাবে। প্রকৃত অর্থে প্রাথমিক স্বাস্থসেবা কেবলমাত্র নির্দিষ্ট কোন রোগের চিকিৎসা নয়– এটি নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠীর স্বাস্থ্যমানের সার্বিক উন্নয়ন বা কল্যাণ সাধন। মানুষের সারা জীবনের বেশীরভাগ স্বাস্থ্যসেবা প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবার আওতায় পড়ে। যেমন নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা, সময়মত টিকা নেয়া, রোগ প্রতিরোধ ও প্রতিকারের বিভিন্ন তথ্য সম্পর্কে জানা ও ব্যবহারিক জীবনে তা মেনে চলা, পরিবার পরিকল্পনা গ্রহণ, অন্যান্য স্বাস্থ্যসেবার সাথে সমন্বয় এবং পুনর্বাসন। প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা সাশ্রয়ী মূল্যে পাওয়া যায় এবং এটি একটি কার্যকর সেবাদান পদ্ধতি যা বিভিন্ন দেশকে সর্বজনীন স্বাস্থ্য সুরক্ষা নিশ্চিত করায় মুখ্য ভূমিকা রাখছে। একটি দেশের স্বাস্থ্যসেবা পদ্ধতি কতটা শক্তিশালী তা নির্ভর করে সে দেশের প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবার উপর। প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবার মান উন্নত হলে সার্বিক স্বাস্থ্য ব্যবস্থার উন্নয়ন হবে এটা নিশ্চিত করে বলা যায়।

বাংলাদেশ সর্বজনীন স্বাস্থ্য সুরক্ষা অর্জনের লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে। সরকার বর্তমানে জিডিপি'র ০.৯২ শতাংশ স্বাস্থ্যখাতে ব্যয় করছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার হিসেবে বাংলাদেশের মানুষের গড় আয়ু ২০০০ সালে ছিল ৬৫.৩ বছর যা ২০১৭ সালে ৭২ বছরে উন্নীত হয়েছে। পরিবার পরিকল্পনা সুবিধা পেয়ে থাকে ৬২.৫%; শিশুদের টিকাদানের অর্জন ৯৭%; অত্যাবশ্যকীয় ঔষধ সুবিধার আওতায় আনা হয়েছে ৬৫% মানুষকে; মাতৃমৃত্যুর হার ২০১৭ সালে প্রতি এক লাখে ১৭২ জন যা ২০১৫ সালে ছিল ১৭৬ জন; প্রতি ১ হাজার জনে নবজাতকের মৃত্যু ২০১৫ সালে ছিল ২০ যা ২০১৭ সালে কমে হয় ১৮.৪ জন। পাঁচ বছরের নিচে শিশুমৃত্যুর হার প্রতি ১ হাজার জনে ২০০০ সালে ছিল ৮৮ জন যা ২০১৭ সালে ৩১ জনে নেমে এসেছে।

জাতিসংঘ ঘোষিত ২০৩০ সালের মধ্যে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য সর্বজনীন স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকার বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। ৪র্থ সেক্টর কর্মসূচিতে বাংলাদেশ সরকার অত্যাবশ্যকীয় সেবা প্যাকেজ অন্তর্ভুক্ত করেছে। একইসাথে জাতীয় স্বাস্থ্য সুরক্ষা আইন প্রণয়ন, জাতীয় স্বাস্থ্যসেবা অর্থায়ন কৌশলপত্র তৈরি ২০১২-২০৩২ এবং স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের অধীনে স্বাস্থ্য সুরক্ষা কর্মসূচি (এসএসকে) সেল গঠন করা হয়েছে।

তবে ২০৩০ সালের মধ্যে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে বাংলাদেশকে আরও চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে হবে। বাংলাদেশের মানুষের আয়ুষ্কাল বৃদ্ধির ফলে বার্ধক্যে পৌছানো মানুষের সংখ্যা বেড়েছে এবং এর সাথে যুক্ত হয়েছে জটিল রোগের ক্রমবর্ধমান বোঝা। ফলে দীর্ঘমেয়াদী এবং ব্যয়বহুল স্বাস্থ্যসেবার চাহিদা ক্রমেই বাড়ছে। এ প্রেক্ষাপটে জনগণকে বিশেষ করে গরীব ও দুস্থ শ্রেণীর জনগণকে স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণকালে বিশেষতঃ ব্যয়বহুল কোন রোগের চিকিৎসার ক্ষেত্রে নিজস্ব পকেট থেকে যে উচ্চ হারে অর্থ ব্যয় করতে হচ্ছে তার ফলে তাদের জীবন যাত্রায় ভোগান্তি অনেক বেশী। তাই সর্বজনীন স্বাস্থ্য সুরক্ষা নিশ্চিত করে অর্জিত সাফল্যের ধারা অব্যাহত রেখে কাঙ্খিত লক্ষ্যে পৌছানোর জন্য সরকারের উদ্যোগের পাশাপাশি বেসরকারি খাতকেও এগিয়ে আসতে হবে। এটিই এবারের স্বাস্থ্য দিবসের আবেদন।

World Health Organization Bangladesh

স্বাস্থ্য শিক্ষা ব্যুরো, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়